BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 12(17 & 18), 2016: 147-174
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

Book Reviews

পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ, লেখক: অধ্যাপক তারিক রমাদান, প্রকাশক: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৪, আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৪৭১-২৬-৫, মোট পৃষ্ঠা: ৩১২।

রিভিউয়ার: শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, অ্যাড্‌ভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা, E-mail: jabid02@gmail.com

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, অধ্যাপক ও গবেষক তারিক রমাদান লিখিত *পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ* একটি কালজয়ী অনন্য গ্রন্থ। বিদগ্ধ গ্রন্থকার গ্রন্থটি রচনার শুরুতেই ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য, গ্রন্থটি রচনায় উৎসাহী হওয়ার কারণ, গ্রন্থের বিষয়বস্তু, গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফল, কৃতজ্ঞতা, অক্ষমতা, প্রমাণপঞ্জি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ দু'খণ্ডে রচিত।

১ম খণ্ডে ৪টি অধ্যায় আছে সেগুলো হলো: ১ম অধ্যায়: সার্বজনীনের মুখোমুখি, ২য় অধ্যায়: শরিআহ, ৩য় অধ্যায়: পশ্চিমে সংস্কারের প্রথম প্রচেষ্টা, ৪র্থ অধ্যায়: একটি সমীক্ষা।

২য় খণ্ডে আছে ৬টি অধ্যায় আছে। যেমন: ৫ম অধ্যায়: আধ্যাত্মিকতা ও আবেগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়: ইসলামি শিক্ষার সংস্কার, ৭ম অধ্যায়: সামাজিক অঙ্গিকার ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব, ৮ম অধ্যায়: অর্থনৈতিক প্রতিরোধ, ৯ম অধ্যায়: আন্তঃধর্ম সংলাপ, ১০ম অধ্যায়: সাংস্কৃতিক বিকল্প।

গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, আমাদের মূলের দিকেই ফিরে আসতে হবে। সবচেয়ে দূরের রাস্তাটিও আমাদের নিজের দিকে ধাবিত করে, পুরোপুরি নিজের দিকে, ঘনিষ্ঠতার দিকে, একান্তই আমাদের নিজের একাকিত্বের দিকে, যেখানে সৃষ্টিকর্তা আর আমরা ছাড়া কেউ নেই।

মানুষের চিন্তায় অহমিকা মানুষকে তার স্বভাব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ তার সার্বিক স্বাধিকারের শাসন লাভ করতে পারে না, যেখানে মানুষ তার কষ্টকে নিজে নিজে বা একা একা জয় করতে পারে। সৃষ্টির অন্তরে স্বাধীনভাবে মায়ার বিষয়টিকে লালন করে বাহ্যিক দাম্ভিকতাকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। বিনম্রতা হবে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান সৃষ্টিকর্তার মৌলিক প্রয়োজনীয়তার আকুলতাকে পুনঃ খুঁজে বের করা, বাহ্যিক সার্বিক স্বাধীনতার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্যই আমাদেরকে তা করতে হবে।

লেখক মূলত একজন বড় মাপের ইসলামি চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ। ১৯৬২ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তাঁর জন্ম। ইসলামের ওপর তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন। বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের জরিপ অনুযায়ী একুশ শতকে পৃথিবীর সেরা ১০০ বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কুরআন ও হাদিসকে তিনি আধুনিক চিন্তা ও মনন নিয়ে নিবিড়ভাবে বুঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় ইসলামি পুনর্জাগরণ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও সমকালীন বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলো দূর করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। ইসলামি পুনর্জাগরণে তাঁর অবস্থান এখন মধ্য গগণে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানব সভ্যতা ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। সভ্যতার এ অগ্রগতির পেছনে ইসলামের ব্যাপক ভূমিকাকে তিনি বহুমাত্রিকতায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরদিকে, লেখক পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এ সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা তাঁকে চিন্তিত করেছে। বনি আদমের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, চাওয়া-পাওয়া, শেষ পরিণতি ইত্যাদি সবকিছুকে সামনে রেখে তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে কীভাবে ইসলামের রঙে রঙিন করে সার্বজনীন করা যায় এর একটি অনবদ্য ব্যবস্থাপত্র প্রদানের চেষ্টায় নিমগ্ন হয়েছেন।

লেখক ১ম খণ্ডের চারটি অধ্যায়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গণ মানুষের সহজাত চিন্তা-রুচি ও সংস্কৃতির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সালাফি সংস্কারবাদ ও সুফিবাদও তাঁর দৃষ্টি সীমানার বাইরে থাকে নি। অতঃপর তিনি শরিআহ নিয়ে কথা বলেছেন। পশ্চিম বিশ্বে শরিআহ বলতে ইসলামের নামে মন্দ দিককে বুঝায়। তিনি শরিআহর ব্যাপকতা, ইজতিহাদ, ফতওয়া, আল-মাসলাহা (সার্বিক কল্যাণ), আইন ও নীতি শাস্ত্রসহ অপরাপর বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, তওহিদ, শরিআহ ও মাসলাহ (সাধারণের কল্যাণ) এবং ইজতিহাদ ও ফতওয়া প্রতিটিই কুরআন-সুন্নাহর সূত্রের কাজ করে। এভাবেই এগুলো সময়ের আপেক্ষিক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। পাশাপাশি মানবিক বুদ্ধিমত্তা সার্বভৌমত্ব ও আপেক্ষিকতার মাঝে সংযোগ স্থাপন করে।

পশ্চিমে সংস্কারের প্রচেষ্টায় লেখক গুরুত্বারোপ করেছেন প্রথমত সেই ভূখণ্ডে বসবাসরত জনসংখ্যা, ভূমির মালিকানা, সরকারের প্রকৃতি ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রসঙ্গে। এগুলোর পথ ধরে ইসলামের আক্বিদা ও মৌলিকত্বকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কীভাবে ক্রমান্বয়ে আমূল পরিবর্তনে উপনীত হওয়া যায় তা তিনি তুলে ধরেছেন। এ লক্ষ্যে লেখকের বিবেচনা হলো, পশ্চিমা সমাজের অংশ হিসেবে ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক পশ্চিমা দেশগুলোর আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা (যে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা হয়েছে), স্বাধীনতার সীমার মধ্যে তাঁদের পরিচয় রক্ষা করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা (আর্থসামাজিক, আইনগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে) এবং মুসলিম ও পশ্চিমা সমাজের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ঐক্যের ক্ষেত্রকে উন্নত করার চেষ্টা করা।

১ম খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে লেখক সমাজের সম্পদ, ঘাটতি ও বৈশ্বিক অবদানের একটি দৃশ্যপট আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের মতে, সুদৃঢ় বিশ্বাস, কঠিন শিক্ষা, সম্প্রদায়ের ভেতরে বাইরে সক্রিয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা ভীত না হয়ে নিজেদের চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারি। মুসলিমরা যদি বিশ্বাসী হন, মূল্যবোধ সঞ্জীবিত হন, ন্যায় বিচারের ব্যাপারে সতর্কতা বজায়ে রাখেন তাহলে আমরা আমাদের সহ নাগরিকগণকে সজীব ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে নৈতিক সংহতি কামনায়, বৈষম্যবোধ উপলব্ধিতে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমঝোতা সাধনে সর্বোপরি দক্ষিণ বিশ্বের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনে সক্ষম করে তুলতে পারব।

২য় খণ্ডে লেখক ১ম খণ্ডে বর্ণিত ইসলামি বিশ্বকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে আগামী দিনে মুসলিমগণের করণীয় উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের চিন্তার বিষয় হলো বিশ্বাসের পথে থাকার চেষ্টা করা এবং আধুনিক সমাজে আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবগুলো প্রেক্ষাপট ও মানদণ্ড বিবেচনা করা। লেখক আধ্যাত্মিকতা ও আবেগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের মৌলিক অভাব ও ফ্যাশন, আত্মমুক্তি, মনের ইবাদত বিষয়ে কথা বলেছেন। লেখকের মতে, মুসলিম আধ্যাত্মিকতা আমাদের নমনীয়তা, চেষ্টা ও সেবার কথা বলে,

মানুষের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে আল্লাহ তাআলাকে চেনা, নিজেকে চেনা, মানুষের মাঝে থেকে মানুষের সেবা করার কথা বলে।

লেখক ইসলামি শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম উপায় হলো ইসলামিক স্কুল। পশ্চিমা দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্কটে কোনো ইসলামি বিকল্পের সন্ধান পাওয়া না গেলেও লেখক কিছু আনন্দদায়ক পরিবর্তন ও প্রচেষ্টার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। ইসলামিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীগণকে তাঁদের পারিপার্শ্বিক বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হয়। যাতে তারা সমবয়সীদের সাথে এবং অন্য সবার সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে এবং এভাবে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের প্রয়াস পেতে পারে। অভিজ্ঞ লেখক তাঁর বিবেচনায় অনেকগুলো উত্তম ও বাস্তবমুখী বিকল্প উপস্থাপন করেছেন।

'সামাজিক অঙ্গিকার ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব' অধ্যায়ে লেখক চলমান বিভ্রান্তিকে পেছনে ঠেলে ইসলামের সামাজিক বাণীকে বুলন্দ করার জোর আহ্বান জানাচ্ছেন। সামষ্টিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালন ও সবার অধিকার সংরক্ষণের জন্য লেখক ৭টি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন। এগুলো হলো বেঁচে থাকার ও ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের অধিকার, পরিবারের অধিকার, আবাসনের অধিকার, শিক্ষা লাভেল অধিকার, কাজ পাওয়ার অধিকার, ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার ও সংহতিবোধের অধিকার।

অতঃপর লেখক যথাক্রমে নাগরিকত্বের নীতিবোধ ও নাগরিক আদর্শ নিয়ে কথা বলেছেন। অর্থনৈতিক প্রতিরোধ অধ্যায়ে অর্থনীতির নৈতিক নীতিমালা, জাকাত, ব্যক্তিগত আয়, সঠিক মাপ দেয়া, অহমিকা ও স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিবেচনার শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইসলামের চারটি বাস্তব স্তম্ভের দুটোর পরিপ্রেক্ষিত হলো একটি ব্যক্তিক অপরটি সম্প্রদায়িক। ইসলামি শিক্ষার সারবস্থ এ দুটো প্রান্তিকের ওপর নির্ভরশীল।

সাধারণ অর্থনৈতিক নীতিমালার তিনটি মূলনীতি হলো তওহিদ ও খিলাফত (অর্থনীতির মূলের সঙ্গে এগুলোর গভীর প্রভাব আছে), ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রিবা (সুদ) এ নিষেধাজ্ঞা। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের জোড়াতালি ও খাপ-খাওয়ানো পদ্ধতিকে তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। লেখক জাকাত ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সঙ্গতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পুরনো তত্ত্বের বিষয় বাদ দিয়েই বলতে হয় যে, আলাদা দুটো বিশ্ব আর বর্তমানে নেই, সেটি যেখানেই আমরা ভাবি না কেন, আধিপত্যবাদী অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি স্বাভাবিক অর্থেই বৈপ্লবিক ধরনের। বাস্তবতা আমাদের যে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনে বাধ্য করে সেটি কোনোভাবেই আমাদের আত্মসমর্পণের জন্য বলে না।

নবম অধ্যায়ে লেখক আন্তঃধর্ম সংলাপ এর আহ্বান জানিয়েছেন। পবিত্র কুরআন শুধু সংলাপের কথাই বলে নি বরং এজন্য তাকিদও দিয়েছেন। সংলাপের সাধারণ নীতিমালা হলো যারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা কোনো বিশ্বাস বা আস্থার ওপর ভিত্তি করেই করেন। যেটির ওপর তাঁরা নিজেরা বিশ্বাস করেন, বিশ্বকে অনুভব করেন সেটিই তাঁদের সংলাপের ভিত্তি। এর ওপর ভিত্তি করেই চারপার্শ্বে তাঁদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। নিজের বিশ্বাস, অন্যের বিশ্বাস আর বৈচিত্র্যটি সরাসরিই বিশ্বাস বা আস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

লেখকের আলোচনায় প্রসঙ্গত ইসলামি দাওয়াতের বিষয়টি এসেছে। দাওয়াত দানকারীর কাজ কাউকে দীক্ষিত করা নয়, কারণ মানুষের অন্তরের মালিক আল্লাহ তাআলা। এটি সাক্ষ্য বহনের বিষয়। এর মাধ্যমে স্মরণ আর ধ্যান করা হয়। লেখকের ভাষায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হবে সাক্ষীদের সভা বিশেষ, যাঁরা নিজেদের বিশ্বাসের ওপর, আস্থার ওপর বদ্ধপরিকর থাকেন। এখানে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর আলোচনা করে থাকেন। মানুষের কল্যাণে, আরো বেশি ইনসাফের দুনিয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার আরও কাছাকাছি হওয়ার জন্য মানুষ আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সংলাপের জন্য দুটো মৌলিক শর্ত হলো- ব্যক্তিকে অবশ্যই সংলাপের কার্যক্রমকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে লেখক সাংস্কৃতিক বিকল্প বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। লেখকের ভাষায় ইসলাম একটি সংস্কৃতি নয়। ইসলামের মূল বিষয় হলো দীন। ভেতর থেকে অনুভব না করলে ইসলামের বিভিন্ন রেফরেন্স দর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি কৌতুহলোদ্দীপক ঐক্য ও বৈচিত্র্যের বিষয়টিকে তেমন বুঝতে পারেন না। পশ্চিমা মুসলমানদের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক অবলীলায় স্বীকার করেছেন যে, সর্বজনীন নীতি আর ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের রীতিনীতির সঙ্গে মিলেমিশেই সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। বিষয়টি জটিল হলেও প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। মূলনীতি অনুসরণের ব্যাপারে সচেতনতাবোধের প্রয়োজন রয়েছে, বিষয়টি আমাদের বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য থাকতে হবে। মুক্ত মন ও সমালোচনার দৃষ্টি আর সৃজনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলোকে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে।

সবশেষে লেখক একথা বলে ইতি টেনেছেন যে, আমরা আমাদের পুনরায় আবিষ্কার করব। পাশ্চাত্যের মুসলমানদের দায়িত্ব ব্যাপক। ভবিষ্যৎ গঠনে এ দায়িত্ব তাঁদেরকেই নিতে হবে। তাঁরা যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার প্রকৃতি ও জটিলতার জন্য দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা মুসলিমরা আজ আর বিদেশি রাষ্ট্র বা সাবেক কলোনীর অধীনে নয়। অধীনস্থ নাগরিকের মর্যাদা তাঁদের এখন প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ পথ সহজ নয়। তবে এর মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পেতে পারি। যারা সংস্কারে নিমজ্জিত তাঁদের সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারি। যারা নির্যাতন করেন, ঘৃণা ছড়ান তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। লেখকের শেষ কথা হলো, আন্তরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ প্রদর্শন, অন্তরের মায়া মহব্বত, কাজের সঙ্গে সফরের আমন্ত্রণ, প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ, বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়ার মতো বিষয়কে মুসলিমদের আয়ত্ত করতে হবে।

গ্রন্থখানি বিশ্বের মুসলিম বিশেষত পশ্চিমা মুসলিমদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিলের উদ্দেশ্যে করণীয় প্রসঙ্গে একটি যুগোপযোগী ও সুলিখিত গাইড লাইন। আমরা লেখকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর এ বিনীত প্রয়াস কবুল করুন। মানবতার স্বার্থেই গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্তভাবে জরুরি।

কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকারঃ একটি সার্বিক পর্যালোচনা- ২, লেখক: মাওলানা সৈয়দ জিল্লুর রহমান, মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন ও এম. এ. (চ. বি.), প্রকাশক: দারুল আনওয়ার, প্রকাশ: জুন ২০১৪, মোট পৃষ্ঠা: ৮৮।

Reviewer: শাহ্ আব্দুল হান্নান, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার, ই-মেইল: shah_abdul_hannan@yahoo.com

ভাই-বোনের উপস্থিতিতে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার

প্রচলিত অবিচার ও সঠিক ইসলাম

উত্তরাধিকারী আত্মীয়গণের মধ্যে কিছু আত্মীয়ের উত্তরাধিকার শর্তহীন ও প্রশ্নাতীত। যেমন: ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী। এ তিন ধরনের মোট ছয় প্রকার লোকের মধ্যে কোনো একজন মারা গেলে বাকি আত্মীয়গণ সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী গণ্য হন। আবার কিছুসংখ্যক আত্মীয় এমন আছেন, যাদের উত্তরাধিকার শর্তহীন নয় এবং যাদের উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে ভিন্নমত ও বিতর্ক রয়েছে। কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোনদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করে হিস্সা প্রদান করা এমন একটি বিতর্কিত বিষয়।

মৃতের সন্তানদের মধ্যে যদি এক বা একাধিক কন্যা সন্তান থাকে এবং তাদের সাথে মৃতের ভাই-বোনও বর্তমান থাকেন, তাহলে এ এতিম কন্যাদের পাশাপাশি শক্ত-সামর্থ ভ্রাতা-ভঙ্গিগণ উত্তরাধিকারী গণ্য হবেন কি না, তা নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ ও বিতর্ক রয়েছে। হযরত উমর রা, ইবনু মাসউদ রা. ও আবু মুসা আশআরী রা.-সহ একদল সাহাবায়ে কেরাম ও বিরাট সংখ্যক ফুকাহাগণ কন্যাদেরকে নির্দিষ্ট হারে হিস্সা দেয়ার পরে অবশিষ্ট অংশ ভাই-বোনদেরকে প্রদান করার পক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি পেশ করেন:

ক. তাদের বিবেচনায়, মেয়েরা হল এমন উত্তরাধিকারী যাদের জন্য নির্ধারিত হিস্সা রয়েছে। যাকে ইলমুল ফারাইজে বলা হয় 'যবীল ফুরূজ'। কারণ, তারা বলেন, মেয়ে একজন হলে সে অর্ধেক সম্পদ পায়, একাধিক হলে পায় দু'তৃতীয়াংশ। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"সুতরাং তারা যদি দু'য়ের অধিক কন্যা সন্তান হয়, তাহলে তারা পাবে দু'তৃতীয়াংশ যা কিছু সে রেখে যাবে তা থেকে। আর যদি সে একজন নারী হয়, তাহলে সে পাবে অর্ধেক" (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

তারা বলেন, আল্লাহর নির্ধারিত হিস্সার পরে বাকি অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ মেয়েরা পেতে পারে না। সুতরাং বাকি সম্পদ লাভ করবেন এমন উত্তরাধিকারীগণ যাদের জন্য নির্ধারিত কোনো হিস্সা নেই বরং তারা অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করেন। এ ধরনের উত্তরাধিকারীদেরকে মাওলা (আছাবা) বলা হয়। আর ভাই-বোন হলেন সে আছাবা, যারা বাকি সম্পদ লাভ করবেন। কারণ হাদিস শরিফে এসেছে:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْسِمُوْا المَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সা. বলেছেন, তোমরা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন কর আল্লাহর কিতাব মোতাবেক। যে সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যাবে, তা পাবে ঘনিষ্ঠতর পুরুষ লোক।[১]

তাছাড়া অন্য হাদিসে এসেছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَاَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَا مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِيْ اللهُ فِيْ ذٰلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ اِعْطِ اِبْنَتَىْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَاِعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসুল সা.-এর কাছে সা'দ বিন রাবী'য় রা.-এর স্ত্রী তার দু'জন মেয়েকে নিয়ে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল সা., সা'দ বিন রাবী'য় আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এই তার দু'মেয়ে। তাদের সম্পদ তাদের চাচা নিয়ে গেছে; তাদের জন্য কিছুই বাকি রাখেনি। সম্পদ না থাকার কারণে তাদের বিয়েও দেয়া যাবে না। রসুল সা. বললেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন।

এর পরেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

তখন রসুল সা. তাদের চাচার কাছে খবর পাঠিয়ে বললেন, সা'দের দু'মেয়েকে দু'তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও এবং তাদের মাতাকে এক অষ্টমাংশ প্রদান কর। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা তুমি পাবে।[২]

এ হাদিসে মেয়েদেরকে নির্ধারিত হিস্সা দেয়ার পরে অবশিষ্ট অংশ রসুল সা. ভাইকে দিয়েছেন যা প্রমাণ করে যে, কন্যা সন্তানের সাথে ভ্রাতাগণও অবশিষ্ট হিস্সা পান।

খ. কন্যাদের সাথে বোনেরাও হিস্সা পায় বলে সাহাবায়ে কেরামের একাংশ ও অধিকাংশ ফুকাহাদের যে মতামত রয়েছে, তার স্বপক্ষে কি যুক্তি ও দলিল রয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে একটি দলিল হল নিম্নোক্ত হাদিস। বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ اَبُوْقَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ هُذَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ يَقُوْلُ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسَى عَنْ اِبْنَةٍ وَاِبْنَةِ اِبْنٍ وَاُخْتٍ فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِى فَسُئِلَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِىْ مُوْسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ أَقْضِيْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ فَأَتَيْنَا اَبَامُوْسَيْ فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُوْنِيْ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ

---

[১] মুসলিম- ৪২২৮, বাবু আলহিকুল ফারাইজা বিআহলিহা; আবু দাউদ- ২৯০০, বাবুন ফী মীরাছিল আছাবা; ইবনু মাজাহ- ২৭৪০, বাবু মীরাছিল আছাবা; মুসনাদু আহমাদ- ২৮৬০, পৃ. ৫৩, ভ-৫।

[২] তিরমিযি- ২০৯২ কিতাবুল ফারাইজ; ইবনু মাজাহ- ২৭২০ কিতাবুল ফারাইজ; আল মুসতাদরাক- ৭৯৫৪, কিতাবুল ফারাইজ; আবু দাউদ- ২৮৯৩, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ ছুলব।

হযরত আবু কায়েস রা. বলেন, আমি হুযাইল বিন শুরাহবীল রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি একজন মেয়ে, একজন ছেলের তরফের নাতিন ও একজন বোন থাকে, তাহলে কে কত হিস্সা করে পাবে? তখন তিনি বললেন, মেয়ে অর্ধাংশ পাবে আর বাকিটুকু পাবে বোন। তুমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ-এর কাছে গিয়ে দেখতে পার, তিনিও আমার অনুসরণ করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞাসা করলে এবং আবু মুসা রা.-এর মতামতের কথা জানালে তিনি বললেন, আমি সঠিক পথের দিশা না পেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। আমি এমন রায় দেব যে রকম রায় দিয়েছিলেন রসুল সা.। মেয়ে অর্ধাংশ পাবে, নাতিন পাবে এক ষষ্ঠাংশ যাতে করে দু'জনের হিস্সা মোট দু'তৃতীয়াংশ হয়। আর বাকিটুকু পাবে বোন। আমরা হযরত আবু মূসা আশআরী রা.-এর কাছে ফেরত গিয়ে তার কাছে ইবনু মাসউদ রা.-এর রায়ের কথা জানালে তিনি বললেন, এ পণ্ডিত যতদিন আছে, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না।[৩]

তাদের আরেকটি দলিল ফারাইজের গ্রন্থাবলীর সূত্রে জানা যায়। সে দলিলটি হল, রসুল সা.-এর কথিত হাদিস। যেমন বর্ণিত হয়েছে: اِجْعَلُوا الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً 'তোমরা মেয়েদের সাথে বোনদেরকে আছাবা বানাও'।[৪] উপরোক্ত বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে ফুকাহা ও ফারাইজবিদগণ আছাবা (মাওলা) উত্তরাধিকারীগণকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। ১. 'আছাবা বিনাফসিহী', ২. 'আছাবা বিগায়রিহী' এবং ৩. 'আছাবা মা'আ গায়রিহী'। ব্যাখ্যা করে তারা বলেন যে, সকল পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ হলেন 'আছাবা বিনাফসিহী', যারা স্বনির্ভর অবশিষ্টাংশভোগী আছাবা। পক্ষান্তরে, কন্যা ও বোনের মত নারী উত্তরাধিকারীগণ, যাদের জন্য নির্ধারিত হিস্সা আল্লাহ বলে দিয়েছেন বলে তারা মনে করেন, তারা তাদের ভাইদের সাথে যৌথভাবে উত্তরাধিকারী হলে সে ভাইদের কল্যাণে তারা বোনেরাও আছাবায় পরিণত হন। এ রকম পরনির্ভরশীল আছাবাদেরকে বলা হয় 'আছাবা বিগায়রিহী'। আর কন্যা সন্তানদের সাথে যদি মৃতের এক বা একাধিক বোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হন, তবে কন্যাগণ 'যবীল ফুরূজ' ঠিকই থাকবেন, কিন্তু বোনেরা আছাবায় পরিণত হয়ে অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করবেন। এ ধরনের আছাবা হওয়াকে তারা 'আছাবা মা'আ গায়রিহী' বলে অভিহিত করে থাকেন।

গ. ফুকাহাগণ আরো বলেন, সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াত পাঠ কালে মনে হতে পারে যে, সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই অথবা বোনেরা উত্তরাধিকারী নন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে:

اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

যদি কোনো নিঃসন্তান লোক মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে বোন মৃত ব্যক্তি যা কিছু ছেড়ে যাবে তার অর্ধেক পাবে এবং সে ব্যক্তিও তার বোনের (যদি মারা যায়) উত্তরাধিকারী হবে, যদি তার (মৃত বোনের) কোনো সন্তান না থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

---

[৩] বুখারি- ৬৩৫৫, কিতাবুল ফারাইজ বাবু মীরাছী ইবনাতি ইবনিন মাআ ইবনাতিন; তিরমিযি- ২০৯৩ কিতাবুল ফারাইজ, বাবু মীরাছী ইবনাতিল ইবনি মাআ ইবনাতিছ ছুলব; আবু দাউদ- ২৮৯২, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ ছুলব; ইবনু মাজাহ- ২৭২১, কিতাবুল ফারাইজ; আল মুসতাদরাক- ৭৯৫৮, কিতাবুল ফারাইজ; মুসনাদু আহমাদ- ৩৬৯১, পৃ. ২১৮, ভ-৬।

[৪] বুখারি- ৬৩৫৫, কিতাবুল ফারাইজ বাবু মীরাছী ইবনাতি ইবনিন মাআ ইবনাতিন; তিরমিযি- ২০৯৩ কিতাবুল ফারাইজ, বাবু মীরাছী ইবনাতিল ইবনি মাআ ইবনাতিছ ছুলব; আবু দাউদ- ২৮৯২, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতে সকল সন্তানের কথা বলা হয়নি, বরং পুত্র সন্তানের কথা বলা হয়েছে। কারণ এ আয়াতে ব্যবহৃত 'ওয়ালাদ' শব্দের অর্থ হল পুত্র সন্তান। কারণ এ রকম অর্থ গ্রহণ না করলে উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর সাথে এ আয়াতের সমন্বয় করা যায় না।

পক্ষান্তরে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা.-সহ কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ও অন্য একদল ফুকাহার মতে সন্তান পুত্র হোক অথবা কন্যা- কোনো ধরনের সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন কোনো উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবেন না। যেমন: বর্ণিত আছে-

عَنْ عَطَاءَ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ اَلْمِيْرَاثُ لِلْوَلَدِ فَاِنْتَزَعَ اللهُ تَعَالَي مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ

হযরত আতা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস বলতেন, মালের হকদার হলেন সন্তানগণ। সেখান থেকে আল্লাহ পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রীদের জন্য কিছু সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছেন।[৫]

তারা 'আছাবা বিনাফসিহী', 'আছাবা বিগায়রিহী' অথবা 'আছাবা মা'আ গায়রিহী'- প্রভৃতি পরিভাষার সমর্থনে কোনো বক্তব্য দেন নি। আমরা প্রথম দলের চাইতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. প্রমুখদের মতামতকে অধিক যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। আমাদের নিম্নোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হবে যে, কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন কোনো প্রকার উত্তরাধিকারী নন।

i. কন্যা সন্তানদেরকে 'যবীল ফুরূজ' বিবেচনা করা সংক্রান্ত তাদের প্রথম দাবি নিম্নোক্ত কারণে সঠিক নয়।

১) মেয়েরা ছেলেদের মতো মাওলা (আছাবা) হতে পারে বলে আল্লাহ তাআলা কুরআন শরিফে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُوْنَ

আর পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু ছেড়ে যাবেন তাতে (পুরুষ ও নারীর) প্রত্যেককে আমরা মাওলা বানিয়েছি (সুরা নিসা, ৪: ৩৩)।

এ আয়াতে বর্ণিত 'মাওলা' শব্দের অর্থ হল অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী, যাকে অনেকেই 'আছাবা' নাম দিয়ে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা., কাতাদা রা., মুজাহিদ রা., ইবনু যায়েদ রা.-সহ বড় বড় তাফসীরকারকদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য দেখা যায় (দেখুন: তাফসীরে তাবারি, বাগাবি, ফাতহুল কাদীর, জালালাইন প্রভৃতি)। আর কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে অপর কেউ মাওলা হওয়ার অধিকারী নন। যেমন: সন্তানের পরে সর্বাধিক শক্তিশালী মাওলা হলেন পিতা। এ কারণে পিতার উপস্থিতিতে ভাই-বোন উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। কিন্তু সে পিতাও কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে মাওলা হওয়ার অধিকারী নন। বরং তখন তিনি নির্ধারিত হিস্সাদার 'যবীল ফুরূজ' হিসেবে এক ষষ্ঠাংশ পাবেন। আল্লাহ বলেন:

وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

আর পিতা-মাতার প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তি যা কিছু ছেড়ে যাবে তাতে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবেন, যদি মৃতের কোনো সন্তান থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১২)।

---

[৫] মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক - ১৯০৩০, কিতাবুল ফারাইজ।

পিতার পরে সর্বাধিক শক্তিশালী মাওলা হলেন ভাই। কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে সে ভাই কোনো হিস্সাই পান না। আল্লাহ বর্ণনা করেন:

وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَمْ يَكُن لهَا وَلَدٌ

এবং সে ব্যক্তিও (ভাই) তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি তার (মৃত বোনের) কোনো সন্তান না থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

কারণ মেয়েরা নিজেরা মাওলা হওয়ার কারণে অপরাপর মাওলাদেরকে তারা দূরে সরিয়ে দেয়। তবে কথা হল এই যে, একজন কন্যা সন্তান একজন পুত্র সন্তানের সমান শক্তিশালী মাওলা নন। বরং দু'জন কন্যা সন্তান একজন পুত্র সন্তানের সমান। আর একজন কন্যা সন্তান একজন পুত্র সন্তানের অর্ধেক হিস্সার অধিকারী। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

প্রত্যেক পুত্র সন্তান দু'জন কন্যা সন্তানের সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

আল্লাহ আরোও বলেন:

وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যদি একজন মাত্র মেয়ে হয়, তাহলে সে পাবে অর্ধেক।

উহার অর্থ হবে وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যদি একজন মাত্র মেয়ে হয়, তাহলে সে পাবে- একজন ছেলে থাকলে সে যতটুকু পেত- তার অর্ধেক। আর দু'য়ের অধিক কন্যা সন্তান হলে তারা পাবে দু'তৃতীয়াংশ ঠিকই, কিন্তু বাকি এক তৃতীয়াংশ পাবেন পিতা-মাতা, যা আয়াতেই উল্লেখ আছে। উহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত হিস্সা বুঝায় না। তাছাড়া কন্যাগণ যদি নির্ধারিত হিস্সা ভোগ করে, তাহলে পুত্রগণও কন্যাদের সমান নির্ধারিত হিস্সা ভোগ করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক পুত্র সন্তান দু'জন কন্যা সন্তানের সমান হিস্সা পাবে। দু'জন কন্যা সন্তানের অতিরিক্ত কোনো হিস্সা পুত্রকে দেয়া হয়নি। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি, তা হল: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ আয়াতাংশ দ্বারা মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ আয়াতাংশ দ্বারা পূর্বের আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে ব্যাখ্যা অংশের শুরুতে فَ বর্ণটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যাকে ব্যাখ্যাদানকারী বর্ণ বা اَلْفَاءُ لِلتَّفْسِيْر বলা হয়। সুতরাং আয়াতের এ অংশ দিয়ে নতুন কোনো মূলনীতি নির্ধারিত হবে না বরং পূর্বের আয়াতাংশের বিশ্লেষণ ও তাফসীর হবে। এ কারণেই ব্যাখ্যা অংশে দু'জন কন্যার হিস্সার কথা বলা হয়নি। কারণ "প্রত্যেক পুত্র সন্তান দু'জন কন্যা সন্তানের সমান হিস্সা পাবে"- বলার মাধ্যমে দু'জন কন্যার হিস্সার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আইনের আলোচনাকালে সর্বাবস্থায় মূলনীতি ব্যাখ্যার চাইতে শক্তিশালী অবস্থানে থাকে। ব্যাখ্যা অংশ দিয়ে মূলনীতিকে পরিবর্তন করা যায় না।

২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিসের সঠিক অনুবাদ হবে - 'তোমরা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন কর আল্লাহর কিতাব মোতাবেক। যে সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যাবে, তা পাবে সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক'। কারণ 'আওলা' শব্দের অর্থ হল সর্বাধিক হকদার, 'ঘনিষ্ঠতর' নয়। আর সর্বাধিক হকদার পুরুষ লোক হল পুত্র-সন্তান। দূরবর্তী পুরুষ মাওলা বা আছাবাগণ কখনোই সর্বাধিক হকদার নন। তাছাড়া এ হাদিসটি 'খবরে ওয়াহিদ' (একমাত্র বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত) হওয়ার কারণে এবং স্বয়ং বর্ণনাকারী সাহাবি ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করার কারণে উহা আমল করার উপযোগী নয়। কারণ স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন

আব্বাস রা. তার নিজের বর্ণিত হাদিসখানা থাকা সত্ত্বেও কন্যাদেরকে অবশিষ্টাংশভোগী মাওলা (আছাবা) উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন।

৩) কুরআনে মূলত অবশিষ্ট অংশের কথা বলা হয়েছে। আর হযরত জাবির রা. এবং হুযাইল বিন শুরাহবীল রা. বর্ণিত হাদিসগুলোসহ যেসব হাদিসে রসুল সা. মেয়েদের সাথে ভাই-বোনদেরকে অংশ দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে, তা উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সংগঠিত হয়েছিল। তখনও ভাই- বোনদের হিস্সা বর্ণনা করে কালালা সংক্রান্ত সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তখন তো রসুল সা. শুধু ভাই-বোনকে নয় বরং মুক্তিদাতা মুনিব ও মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসকেও দিয়েছেন। যেমন: বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَوْلًي لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ اِبْنَتَهُ وَاِبْنَةَ حَمْزَةَ فَاَعْطَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِاِبْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হামজা রা.-এর একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিল। সে তার একমাত্র মেয়ে ও মুনিব হামজা-এর মেয়েকে রেখে মারা গেলে রসুল সা. তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক তার মেয়েকে দেন ও বাকি অর্ধেক দেন হামজা-এর মেয়েকে।[৬]

আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত হামজা রা. উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না; ফাতেমা নামীয় একজন মাত্র কন্যা ছিলেন। এজন্য তিনি একজন ক্রীতদাসকে তাবান্নী বা পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। কিন্তু সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াত নাজিলের পরে রসুল সা. ভাই-বোনকে আর কিছুই দেন নি। কারণ এ আয়াত সবশেষে নাজিল হয়েছিল। যেমন: বর্ণিত আছে-

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلَالَةِ

হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াত নাযিল হয় তা হল- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْ الْكَلَالَةِ - অর্থাৎ সুরা নিসার এই ১৭৬ নম্বর আয়াত।[৭]

আর সর্বশেষ বিধানের মাধ্যমে মহানবি সা.-এর পূর্বে দেয়া সকল নির্দেশনা রহিত হয়ে গিয়েছে।

ii. (১). হযরত হুযাইল বিন শুরাহবীল রা. বর্ণিত হাদিসে মহানবি সা.-এর আমলের বিবরণ রয়েছে বটে কিন্তু মৌখিক কোনো নির্দেশনা নেই। উহা সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। তাছাড়া অপর একটি হাদিস থেকে জানা যায় যে, কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন অথবা ভ্রাতষ্পুত্রগণ উত্তরাধিকারী নন। যেমন বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَ الْمَوْتِ فَاَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اِبْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثِ كَثِيْرٌ اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

[৬] সুনানু দার কুথনী- ৫১, কিতাবুল ফারাইজ ওয়াস সিয়ার ও গাইরু যালিক।

[৭] মুসলিম- ৪২৩৭, বাবু আখিরু আয়াতিন উনযিলাত; বুখারি- ৪৩৭৭, কিতাবুত তাফসীর।

হযরত আমির বিন সা'দ বিন আবু ওকাছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি মক্কায় এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে আমি মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। রসুল সা. আমাকে দেখতে আসলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসুল, আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আর একজন মাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই; আমি কি দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করতে পারি? তিনি বললেন: 'না', আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: 'না', আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ, তিনি বললেন: এক তৃতীয়াংশই তো বেশি। তোমার সন্তানকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়ার চেয়ে যে তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।[৮]

উল্লেখ্য যে, যখন হযরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা. এ মন্তব্য করেন, তখন তার ভাই-বোন, ভ্রাতষ্পুত্রগণ এবং অন্যান্য পুরুষ আছাবাগণ জীবিত ছিলেন। কথিত আছাবাগণ কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী গণ্য হলে রসুল সা. তখন নিশ্চয়ই বলতেন: 'কেন তোমার তো ভাই-বোন, ভ্রাতষ্পুত্রগণ এবং অন্যান্য পুরুষ আছাবাগণ রয়েছেন?' কারণ রসুল সা.-এর নিজ কুরাইশ গোত্রের এ লোকেরা তার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। 'আমির' নামে তার এক ভাই ছিলেন। যেমন: বর্ণিত আছে-

وَهُوَ عَامِرٌ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَاِسْمُ أَبِيْ وَقَّاصٍ مَالِكٌ أَسْلَمَ بَعْدَ عَشَرَةِ رِجَالٍ وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبْشَةِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْهَا أَخُوْهُ سَعْدٌ.

তিনি হলেন আমির বিন আবী ওকাছ রা.। আর আবু ওকাছের নাম ছিল মালিক। তিনি দশজন পুরুষলোক ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি কিন্তু তার ভাই হযরত সা'দ ওখানে হিজরত করেন নি।[৯]

এ সাহাবি উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন। যেমন: উল্লেখ আছে-

وَقَالَ الْبَلَاذُرِيْ هَاجَرَ عَامِرٌ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةِ إِلَى الْحَبْشَةِ وَقَدِمَ مَعَ جَعْفَرَ وَمَاتَ بِالشَّامِ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ.

আর আল্লামা বালাজুরী রা. বলেন: আমির দ্বিতীয় দলের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং জা'ফর রা.-এর সাথে (মদিনায়) প্রত্যাবর্তন করেন। আর উমর রা.-এর খেলাফতকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[১০]

হযরত সা'দ রা.-এর 'আতেকা' নাম্নী একজন বোন ছিলেন বলে জানা যায়। যেমন: বর্ণিত আছে-

---

[৮] বুখারি- ৬৩৫২, বাবু মীরালি বানাত; মুসলিম- ৪২৯৬, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; আবু দাউদ- ২৮৬৬, বাবু মা জাআ ফী মালা ইয়াজুযু; ইবনু মাজাহ-২৭০৮, বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিছ ছুলুছ; তিরমিযি- ২১১৬, আল ওয়াছিয়্যাতু বিছ ছুলুছ; নাসায়ি- ৩৬৩২, পৃ. ৫৫৩, ভ-৬; মুসনাদু আহমাদ- ১৪৪০, পৃ. ৫০, ভ-৩; মুয়াত্তা মালিক- ২৮২৪, আল ওয়াছিয়্যাতু ফিছ ছুলুছ।

[৯] উসদুল গাবাহ, পৃ. ৫৬৫, ভ-১ উসদুল গাবাহ, পৃ. ৫৬৫, ভ-১।

[১০] আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা, পৃ. ৫৯৮, ভ-৩।

حَدَّثَتْنِيْ عَاتِكَةُ بِنْتُ أَبِيْ وَقَّاصٍ أُخْتُ سَعْدٍ قَالَتْ حِنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ فِيْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ وَمَعِيَ اِبْنَايَ فَقُلْتُ هَذَانِ اِبْنَا عَمِّكَ وَاِبْنَا خَالَتِكَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا عَمْرَو بْنَ عُثْبَةِ بْنِ نَوْفَلَ وَكَانَ اَصْغَرَهُمَا فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ

সা'দ রা.-এর বোন আতেকা বিনতু আবী ওকাছ রা. হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসুল সা. মক্কায় প্রবেশের পরে আমি আটজন নারীর সঙ্গে তার কাছে আমার দু'জন পুত্রকে নিয়ে এসে বললাম, এ দু'জন আপনার চাচার দু'পুত্র আর আপনার দু'খালাত ভাই। তখন তিনি তাদের একজন আমর বিন উতবা বিন নাওফালকে ধরে তার কোলে বসালেন। আর সে ছিল দু'জনের মধ্যে কনিষ্ঠ।[১১]

নাফে নামক তার একজন ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। যেমন: বর্ণিত আছে-

نَافِعٌ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ الزُّهْرِيْ وَهُوَ اِبْنُ أَخِيْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَهُوَ أَخُوْ هَاشِمٍ الْمِرْقَال لَهُ صُحْبَةٌ وَأَبُوْهُ عُتْبَةُ هُوَ الَّذِيْ كَسَرَ رُبَاعِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَاتَ عُتْبَةُ كَافِرًا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَوْصَى إِلى أَخِيْهِ سَعْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَ نَافِعٌ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ .

যুহরী উপগোত্রের নাফে বিন উতবা বিন আবী ওকাছ রা.। তিনি সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। তিনি হাশিম আল মিরকালের ভাই ছিলেন। তিনি রসুল সা.-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে রসুল সা.-এর সামনের চার দাত ভাঙ্গার অপকর্মকারী উতবা ছিল তার পিতা। আর উতবা মক্কা বিজয়ের পূর্বে তার ভাই সা'দ রা.-এর নিকট ওছিয়াত করে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর এই নাফে' রা. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন[১২]।

হাশিম নামক তার অপর একজন ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। যেমন: বর্ণিত আছে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: وَ أَمَّا هَاشِمُ الْأَعْوَرُ فَإِنَّهُ اِبْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ: أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ كَانَ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ وَ هُوَ اِبْنُ أُخِيْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ كَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الرَّجَّالَةِ

মুহাম্মাদ বিন উমর রা. বলেন: এক চোখ অন্ধ হাশিম ছিলেন উতবা বিন আবী ওকাছ এর পুত্র। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক চোখ কানা; ইয়ারমূকের যুদ্ধে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ছিলেন সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর ভ্রাতষ্পুত্র। তিনি আলী বিন আবী তালিব রা.-এর সাথে ছিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। সেদিন তিনি পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।[১৩]

---

[১১] আল ইছাবা ফী তাময়ীযিছ সাহাবা, পৃ. ৬৮, ভ-৫।

[১২] উসদুল গাবাহ, পৃ. ১০৫৮, ভ-১।

[১৩] আল মুসতাদাকু আলাছ ছাহীহাইন হা., নম্বর ৫৬৯৩, পৃ. ৪৪৭, ভ-৩।

অপর একটি বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. তার গোত্রের অন্তর্ভূক্ত তার জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। যেমন: বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُرْوَةَ فِيْمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِىْ وَقَّاصِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ.

হযরত উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: 'বনী যুহরা বিন কেলাব বিন মুররা'- গোত্রের অন্তর্ভূক্ত যারা রসুল সা.-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন- আব্দুর রহমান বিন আওফ বিন আব্দে আওফ বিন হারিছ বিন যুহরা রা. এবং সা'দ বিন আবী ওকাছ বিন ওহাব বিন আব্দে মনাফ বিন যুহরা রা.।[১৪]

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. হযরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা.-এর জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। তার দাদার দাদা যিনি ছিলেন তার নাম ছিল যুহরা এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর দাদার দাদাও ছিলেন একই যুহরা। যদি আছাবাদের কোনো হিস্সা থাকত, তাহলে এ আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. আছাবা হিসেবে উত্তরাধিকার পেতেন। তখন হযরত সা'দ বিন আবী ওকাছ রা. একথা বলতেন না যে, وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اِبْنَتِيْ "আর একজন মাত্র কন্যা ছাড়া আমার অপর কেউ উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই" আর তিনি বললেও রসুল সা. প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু বাস্তবে কেউই একথাটি বলেন নি।

উপরন্তু সিরাজীর উল্লেখিত اِجْعَلُوا الاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً 'তোমরা মেয়েদের সাথে বোনদেরকে আছাবা বানাও'- বক্তব্যটি হাদিসের নামে একটি জালিয়াতি। মহানবি সা. কখনোই এরকম কোনো কিছু বলেন নি। এ কারণে কথিত এ হাদিসের বর্ণনাকারী সাহাবি ও সনদের কোনো বিবরণ কেউ জানে না।[১৫]

(২). তৎকালিন আরব সমাজে প্রচলিত ও জনপ্রিয় 'আছাবা' প্রথাকে উৎখাত করে আল্লাহ তাআলা উত্তরাধিকারে নারীকে হিস্সা দিয়েছিলেন। সম স্তরের পুরুষ উত্তরাধিকারীর সাথে মিলিত হলে নারী 'আছাবা বিগায়রিহী' হবে, অন্যথায় আছাবা হতে পারবে না; আর কন্যার সাথে মিলিত হলে বোন 'আছাবা মা'আ গায়রিহী' হবে- এসব কথা একান্তই কিছু মনীষীর ব্যক্তিগত অনুমান- আল্লাহ প্রদত্ত নয়, রসুল সা. বর্ণিতও নয়। বরং আছাবাগিরীর বিরুদ্ধে রসুল সা. কঠোর মন্তব্য করেছেন। যেমন: বর্ণিত আছে-

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَي اِلِي عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَي عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَي عَصَبِيَّةٍ

হযরত যুবায়ের বিন মুতইম রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুল সা. বলেছেন: যে ব্যক্তি আছবিয়্যাতের দিকে আহবান করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয়। আর যে আছবিয়্যাতের কারণে যুদ্ধ করে, সে

[১৪] বায়হাকী কুবরা- ১৩৪৭০, বাবু ই'তায়িল ফাইয়ি আলাদ দিওয়ান।

[১৫] রাদ্দুল মুহ্তার, ফাছলুন ফিল আছাবাত, পৃ. ৪১২, ভ-২৯: হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, পৃ. ৭৭৬, ভ-৬।

আমার উম্মাতের মধ্যে শামিল নয় এবং যে আছবিয়্যাতের জন্য নিহত হয় সেও আমার উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৬]

এ কারণে আমরা এ আছাবা পরিভাষা ও উহার শ্রেণিবিন্যাসের সাথে একমত নই। প্রকৃতপক্ষে কিছু ভুল ব্যাখ্যা ও নকল হাদিসের ভিত্তিতে এ শ্রেণিবিন্যাসের থিওরি গড়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি।

(৩). কন্যাদেরকে মাওলা উত্তরাধিকারী মেনে নিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ দেয়ার স্বপক্ষে মতামত না দিয়ে তাদেরকে নির্ধারিত হারে- একজনের জন্য অর্ধেক ও একাধিকের জন্য দু'তৃতীয়াংশ হিসেবে- হিস্সা দিলে হিসেবে গড়মিল দেখা দেয়। যাকে ইলমুল ফারাইজে 'আওল' বলা হয়। যে আওলের কারণে কুরআনের ফারাইজ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা লঙ্ঘনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। যা আমরা সমস্যা নম্বর- ৩ এবং সমস্যা নম্বর- ৬ এ দেখিয়েছি। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মতবাদের আলোকে কন্যাদেরকে অনির্ধারিত অবশিষ্টাংভোগী মাওলা গণ্য করে হিস্সা দিলে হিসেবে কোনো গড়মিল হবে না। যাও আমরা সমস্যা নম্বর- ৪ এবং সমস্যা নম্বর- ৭ এ দেখিয়েছি।

iii. সুরা নিসার ১৭৬ নম্বর আয়াতই প্রকৃতপক্ষে আছাবা সংক্রান্ত থিওরির ত্রুটি নির্দেশক। এ আয়াতে 'ওয়ালাদ' বলতে শুধুমাত্র 'পুত্র সন্তান' বুঝায়- এমন দাবি একটি হাস্যকর দাবি। কারণ রসুল সা. এমন কথা বলে যান নি, এমন কি কোনো সাহাবিই এমন ধরনের ব্যাখ্যা করেন নি। অর্থাৎ এ রকম ব্যাখ্যার স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। আরবি অভিধান, ভাষার ব্যবহার ও কুরআনে ব্যবহৃত ওয়ালাদ শব্দের ব্যাখ্যাগুলোকে বিবেচনা করলে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওয়ালাদ অর্থ হল সন্তান। গাণিতিক বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হয় যে, কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন কেনো হিস্সার অধিকারী নন। এ সমাধান 'ওয়ালাদ' শব্দের অর্থ বুঝতেও সাহায্য করে। যেমন নিম্নোক্ত সমস্যার সমাধানে দেখুন:

সমস্যা নম্বর - ১১. যদি কোনো নারী তার স্বামী, ভাই ও একজন কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার সমাধান [ফকীহদের মতানুসারে]:

সমাধান: ফকীহদের মতে তখন স্বামী পাবে ১/৪ অংশ, কন্যার সংখ্যা একজন হলে, তাদের মতানুসারে, সে পায় ১/২ অংশ। কারণ তারা কন্যাদেরকে যবীল ফুরূজ বলে বিবেচনা করেন। আর ভাই পাবে অবশিষ্ট ১/৪ অংশ। কারণ তারা ভাইকে 'আছাবা' গণ্য করে অবশিষ্ট অংশের অধিকারী বলে দাবি করেন এবং কন্যা সন্তানের সাথে সেও আছাবা হিসেবে হিস্সাদার বলে মনে করেন। এ কারণে ভাই একজন হোক অথবা একাধিক, কন্যা সন্তানের সাথে সে বা তারা অবশিষ্ট হিস্সা পাবে বলে তারা ঘোষণা করেন। এ হিসেবে ভাই একজন অথবা একাধিক হলে তারা অবশিষ্ট ১/৪ অংশ পাবে। মনে করি, মোট সম্পদের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। তখন স্বামী পাবে ১,৫০,০০০ টাকা, কন্যা পাবে ৩,০০,০০০ টাকা এবং ভাই পাবে অবশিষ্ট ১,৫০,০০০ টাকা।

কিন্তু তাদের এ সমাধান সঠিক ও যুক্তিভিত্তিক নয়। যদি কন্যা সন্তানকে 'ওয়ালাদ' বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে স্বামীকে এক চতুর্থাংশ দেয়া সঠিক আছে কিন্তু ভাইকে কোনো হিস্সা দেয়া সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ

[১৬] আবু দাউদ- ৫১২৩, বাবুন ফিল আছাবিয়্যাহ; বাগাবী- শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৪০, ভ-৬।

এবং সে ব্যক্তিও (ভাই) তার মৃত বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি তার (মৃত বোনের) কোনো 'ওয়ালাদ' (সন্তান) না থাকে (সুরা নিসা, ৪: ১৭৬)।

যেহেতু আলোচ্য ক্ষেত্রে কন্যাকে 'ওয়ালাদ' বা সন্তান বলে স্বীকার করা হয়েছে, সুতরাং সে 'ওয়ালাদ' বা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই কিছুই পেতে পারে না। আর যদি কন্যা সন্তানকে 'ওয়ালাদ' বলে স্বীকার করা না হয়, তাহলে স্বামীকে মোট সম্পদের অর্ধেক হিস্সা দিতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

তোমাদের জন্য অর্ধাংশ বরাদ্দ থাকবে যা কিছু তোমাদের স্ত্রীগণ রেখে মারা যাবে তাতে, যদি তাদের কোনো 'ওয়ালাদ' (সন্তান) না থাকে। তবে যদি তাদের কোনো 'ওয়ালাদ' (সন্তান) থাকে, তাহলে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে যা কিছু তারা ছেড়ে যাবে তাতে (সুরা নিসা, ৪: ১২)।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'ওয়ালাদ' বা সন্তান না থাকলে স্বামী পাবে সম্পদের অর্ধেক। আলোচ্য ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে যদি 'ওয়ালাদ' বলে স্বীকার করা না হয়, তাহেল স্বামীকে অর্ধেক দিতে হবে। তা কুরআনের নির্দেশ। তখন স্বামী পাবে অর্ধেক আর কন্যা সন্তান তো তাদের মতানুসারে একজন হলে অর্ধেক পায়, সুতরাং বাকি অর্ধেক কন্যা নেবে। ভাইর জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত মাসআলার সঠিক সমাধান নিম্নরূপ:

সমস্যা নম্বর - ১২. যদি কোনো নারী তার স্বামী, ভাই ও একজন কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার সমাধান [হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মতানুসারে]:

সমাধান: উপরোক্ত মাস্আলার ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর মতানুসারে সমাধান করলে এভাবে করতে হবে: সন্তান থাকলে স্বামী এক চতুর্থাংশ পান, তাই তাকে ১/৪ অংশ দেয়া হবে। কন্যার সংখ্যা একজন হলে, সে পায় অবশিষ্ট অংশের ১/২ অংশ। তাই তাকে অবশিষ্ট হিস্সার ১/২ অংশ দেয়া হবে। কারণ কন্যা সন্তানও মাওলা (আছাবা) বলে পরিগণিত। আর ভাই কোনো ধরনের সন্তানের উপস্থিতিতে হিস্সাদার নন। এজন্য তিনি কিছুই পাবেন না। সেজন্য অবশিষ্ট বেঁচে যাওয়া সম্পদ স্বামী ও কন্যা পুনর্বার রদ্দ আকারে পাবে। এ হিসেবে টাকার অংকে স্বামী পাবে ২,৪০,০০০ টাকা। আর কন্যা পাবে ৩,৬০,০০০ টাকা। মোটকথা, কন্যা সন্তানকে 'ওয়ালাদ' মানলে ভাই কিছুই পায় না। আর কে না জানে যে, কন্যা সন্তানও 'ওয়ালাদ' বা 'আওলাদের' অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে 'ওয়ালাদ' বা সন্তান বলতে কাকে বুঝায় তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা হল এই যে, একজন পুত্র, দুইজন কন্যার সমান হিস্সা পাবে (সুরা নিসা, ৪: ১১)।

এখানে আল্লাহ তাআলা কৌশলে বলে দিলেন যে, 'ওয়ালাদ' বা 'আওলাদ' হল 'ছেলে মেয়ের মিলিত রূপ'। এখন কেউ যদি 'ওয়ালাদ' বলতে 'ইবিন' বা পুত্র সন্তান বলে দাবি করতে চান, তাহলে তা তার ব্যক্তিগত মতামত ও ভিত্তিহীন দাবি বলে পরিগণিত হবে। কুরআন হাদিসের সমর্থন সে মতের অনুকূলে থাকবে না। সুতরাং তাদের এ রকম

দাবি কুরআনের এ আয়াত নাকচ করে দেয়। যে আয়াতের মাধ্যমে ভাই-বোনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে আয়াতই কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোনের অংশীদারিত্ব অস্বীকার করে।

iv. ভাই-বোনদের উত্তরাধিকার শর্তহীন নয়। অন্য কথায়- ভ্রাতা-ভগ্নীগণ স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো উত্তরাধিকারী নন। তাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার শর্তটিও আবার এমন নয় যে, 'যবীল ফুরূজ' উত্তরাধিকারীগণ তাদের নির্ধারিত হিস্সা নেয়ার পরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সে অবশিষ্টাংশ ভ্রাতা-ভগ্নীগণ পাবেন'। বরং শর্তটি হল: 'যদি কোনো সন্তান বর্তমান না থাকে, তাহলেই কেবল ভ্রাতা-ভগ্নীগণ উত্তরাধিকারী হবেন'। এ শর্তটির মানে হল- উত্তরাধিকারী বিবেচিত হওয়ার শর্ত হল মৃতের কোনো সন্তান না থাকা। সুতরাং কন্যা সন্তানের বর্তমানে ভ্রাতা-ভগ্নীগণ ইসলাম সম্মত কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবেন না।

هَذَا مَا عِنْدِىْ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا أَنْ نَفْهَمَ كِتَابَكَ وَ أَحَادِيْثَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَفِّقْنَا أَنْ نَعْمَلَ بِهِمَا. وَاِجْعَلْ هَذَا الْكِتَابَ خَالِصًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَ سَبَبًا لِنَجَاتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

Islam and Gender: The Bangladesh Perspective. By Shah Abdul Hannan. Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 2016, Pp. 132, ISBN: 978-084-8471-43-2.

Reviewer: Ehsan Murshed, a teacher-academic-researcher and free lance writer on Islamic issues. E-mail: ehsanmurshed@gmail.com

Shah Abdul Hannan, ex-Secretary of the Government of the People's Republic of Bangladesh, social worker, Islamic thinker and a writer of a good number of books on different Islam-related issues, has made a mark also as a researcher about the interstices between Islam and gender. While being deeply committed to Islam both at the emotional and intellectual levels, Shah Abdul Hannan is a man very much in tune with contemporaneity. Using the major sources of knowledge in Islamic thought like *Naql* (scripture), *A'ql* (intellect) and following the Islamic framework for dealing with contemporary challenges and issues, he has sometimes produced intuitively inspired and inspirational discourses.[1] The present study, a collection of published articles on gender balance or equity in Islamic thought, is an instance of this.

[1] For a concise but comprehensive introduction to Islamic thought which clarifies the basic epistemological issues very lucidly, the reader can refer to *Muslim Philosophy* by Saiyed Abdul Hye (Islamic Foundation Bangladesh, publication: 198). Shah Abdul Hannan, though educated in the western-inspired general stream of education, has become an authority on different Islamic issues, because of his strenuous efforts at understanding Islam from authentic sources and reflecting and searching for intellectually satisfying answers for modern challenges and queries. While, the present

The book under discussion is a collection of different essays published over more than two decades. Introduced and followed by two essays written by the two editors, the book tries to deal with legal, social and cultural aspects of women's position in Islam. The essays can also be categorized as theoretical and practical. Some of the essays are about issues which have been bones of contention between feminists and Muslim traditionalists, like the issue of grandson's right to the grandfather's property. Instead of going into legal or theoretical hairsplitting, Shah Abdul Hannan has tried to explain things from a commonsensical point of view, which will appeal to the common educated and not so highly educated reader, including the Non-resident Bangladeshis. Some of the essays like the one titled "The Islamic Dress Code", deals with the issue in a manner which tries to be aware of the criticisms made of Islam by feminists and believers in alien ideologies. The essay on the right to maintenance of divorced women is also noteworthy. The argument that the idea that any divorced woman be maintained by her former husband, as being undignified for the woman, is very cogent. The essays on finding solutions to social problems like prostitution, the proliferation of pornography, the need of keeping a balance between family life and the demands of a professional carrier for women, are also thought provoking. All these are treated within the framework of Islam and its laws, values and norms. There is no doubt that the book will be of immense value to people engaged in Islamic Da'wah in Bangladesh and the NRB's.

As with any book written to explain Islam, which is at the same time, a religion, law, worldview, culture, civilization and perhaps more than all of these combined, one always feels that certain things remain untold. One thing that can perhaps be added in the next edition is more references from world and Islamic history. Secondly, there should be a glossary of the different terms used in the book and their definitions. Thirdly, a short reading list should be provided for those who would want to go deeper into the issues. Fourthly, the translation should be upgraded and the many typos need to be corrected.

The present reviewer thinks the present book is one of the best, if not the best book on the issue of Bangladeshi women and Islam published in Bangladesh. The *Bangladesh Institute of Islamic Thought* (BIIT) and its parent organization the *International Institute of Islamic Thought* (IIIT) deserves to be congratulated for publishing such a

---

reviewer has points of disagreement on different issues, his relevance as an Islamic thinker in Bangladesh should be acknowledged by adherents of all the different schools of thought of Islam in this country.

book. The two articles at the beginning and the end of the book also of a very high standard and clarify many issues. The author, Shah Abdul Hannan, while being grounded in and committed to Islam, uses his reasoning powers, taking into account the empirical reality as well as academic and ideological debates centring around the topic, in a very lucid manner.

It is hoped that with the publication of this translation into English of the essays of the author, the wider world become more well acquainted with Bangladeshi Islamic literature. All kinds of Bangladeshi Muslims, belonging to different schools of Islamic thought (*maslak/mazhab/maktab e fikr*) should read the book as it will make them aware of the intellectual debates between the lovers and detractors of Islam, in Bangladesh and other countries of the world. It may even enlighten some of the madrasah educated clerics (*Ulama*). While, it is true that all the opinions expressed by the author will be accepted by many a reader, the book is one that one can ignore only at one's peril.

Inviting to Islam: Ethics of Engagement, By Hisham Al Talib, Pp. 61, ISBN: 078-1-56564-659-9.

Reviewed by: Prof. Dr. ABM. Mahbubul Islam, Former Dean and Chairman, Faculty of Law, ASA University Bangladesh and Bangladesh Islami University and former faculty member of International Islamic University Malaysia, E-mail: drislam03@yahoo.co.in

Introduction

The size of the book *Invitation to Islam: Ethics of Engagement* looks like a magazine which is vertically long. The cover and back page are blended one third with red and two thirds with black color vertically and title of the book goes on with white and red and the name of the author on the bottom of the cover page is with while ink on black background. Altogether the appearance of the book looks nice and presentable.

During his employment as electric and electronic engineer the author fell in love for *da'wah* activities. The present book is the outcome of his long term personal experience of *da'wah* work in North America. The author claimed that the entire work is based on *Qur'an* and sunnah. The write up started with a long introduction followed by (part) A, B and C, conclusion and glossary. The part A is on

Fundamentals of Da'wah, part B on Ethics of Da'wah and part C is on Methods of Da'wah.

Part A: Fundamentals of Da'wah

Upon presenting a longest introduction the author started with Part A. In the introduction, the author expressed how and why he has written this book. It is, in fact, the summery of the book as well as the objectives of writing of it that providing a clear and comprehensive guideline for the *da'wah* workers so that they can achieve the expected outcome of their endeavor as per desire.

Part A includes pillars of Islam, tawÍÊd, Islam as a universal religion, Islam as a comprehensive religion, returning to the main sources, better understanding of faith and reality. The author is of the view that it is incumbent upon a preacher to possess sound understanding, deep comprehension and belief in basic teaching of Islam and fundamentals of the practice of da'wah. In fact, a dÉÑÊ is to be the upholder of tawhid. Embracing of Islam itself should be based upon the needs of preaching of it to others. Significance of belief in the articles of faith carries this message too. As it obliges to say that Allah is the Creator and Governor of the universe Who Alone deserved to be worshiped. He has to believe that Islam the religion of Allah meant for humanity and it is the final revealed religion. Islam is not only the source of happiness in the life here and hereafter but it is the way of life too. Islam teaches that mankind belongs to a single family from the same father and mother, Adam and Eve A.S. Therefore, it is our duty to call upon them to cooperate in securing peace, spreading freedom of bondage and liberty. Establishing justice, curbing down crimes, spreading knowledge, providing childcare, welfare for elderly and needy one, building up friendly and good neighborly relationship, protecting of environment and honoring treaty and agreements on the basis on divine law. But in practice, despite having of religion of unity, having numerous resources many *da'wah* efforts has fallen short of its goals. It is, perhaps, for the cause of disunity and lack of cooperation of each others.

Islam is the comprehensive religion, therefore, it should not remain in the ritual only but extend to transaction, dealing with self development, civilization building process (as per al DhÉriat, 51: 56). As such, it is an obligation on each Muslim to take step for the establishment of Islam in its proper place. Da'wah to be based on *Qur'an* and sunnah. As it is in pure Arabic language, therefore, emphasis is to be given on learning of *Qur'anic* language. For better understanding of Islam a preacher should strive for better understanding of how one could embody, embrace and manifest Islam

holistically in his contemporary life. He must understand the higher objective of law, understand ongoing reality and jurisprudence of consequences. He must know about his mission instead of waiting for guided men (*Imam mahdi*) to come rather aspire for spreading of the massage of tawÍḖd –that is the Unity of Allah and continues for innovative idea without rejecting age-old principles.

Part B: Ethics of *Da'wah*

By saying this the author provids importance of rules to be observed by a *da'wah* worker. As he wrote, da'wah is to be given by man to man as man is the best creature of Allah and among entire mankind the best one is he who has the best character. To him, embodying and exhibiting example of ethics or character in words and deeds would in return reflects the positive image, values and principles adopted by individual and group would naturally reflect the positive image of Islam too. If so, a *da'wah* would always be a source of Islam. Bearing in mind that, Islam is the true and eternal religion of Allah, he should possess them with sole intention of pleasing Allah. For better result one should remove idleness, selfishness, hypocrisy and so on. He is to be a model for all thinking that his actions are being viewed in the eyes of others. He is also required to possess a clean, a sound heart or soul for keeping him steadfastness and safe from false religiosity. A da'i is to be brave man which is one of the precepts of good character too. The more courage in da'wah the more opportunity for success would await for. Moreover, he must be a genuine and strong believer. None is worthy of doing *da'wah* work unless he is a believer.

The other important sub-point he presented is moderation, balance and tolerance: It means ethics of *da'wah* requires that a da'wah worker should be a moderate, balanced and tolerant person at any cost. He wrote, Islam is the moderate religion - means it is neither extremist nor lenient but in between of these two extreme (as per al Baqarah, 2: 143). A preacher must maintain this balance as it the teaching of *Qur'an* and sunnah. If so, this would provide him all the support he needs for required effort and earn the approval of others. A da'wah worker should always be clam and avoid overreaction in the face of provocation. Equally, he should avoid fanaticism too. However, zeal is not considered as fanaticism (as per al MÉidah, 5:77). He should have positive attitudes. It means, to get the support of the people he should make things easy for them. Preaching hopefulness, overcome major shortcomings, avoid conspiracy, be positive on protection of Islam and creating enthusiasm are among his responsibilities. He should practice humility and humbleness (as per al FurqÉn, 25: 63)- as it is a quality of a true servant of Allah. He should possess sincerity and

correctness in all matters particularly in intention and shun luxury and feeling of superiority. Appreciation is deserved by him but not the sanctity. It is natural to love the leaders of Islam but this love should not exceed the limit. For a da'wah worker, he should not monopolize for his righteousness as he could be so but not to claim for it (as per al Hujrat, 49: 13).

Part C: Method of Da'wah

How nice and pure the objectives may be yet its success and failure depends on the adoption and application of right method. The same is the case with da'wah al Islamiah. In this part the author emphasized on the application of proper method. This part is placed with seven headings with 41 sub-points. He wrote, objective of da'wah is constant while the means and method of its implementations are ever changing based on conditions and development of time and place. His idea of methods are:

1. The clarification of thought. The unity of thought requires having clear and sound knowledge. As regards their mission, they shoul identify the common ground though it is the difficult one. However, on common things they can agree upon, because, their dispute may arise out of misunderstanding and obscure idea, whims and desire. Unity is to be observed just as disunity to be disowned. Religion and custom and culture are to be identified and the one is to be honored which are in harmony with holistic and comprehensive nature of Islam. 2. Unity and clarity to be observed with regard to methodology. It means rightful methodology is to be observed by all. Etiquette or manner is to be followed in conducting of dialogue or consultation, clear and precise language – free of ambiguity and obscurity to be used. 3. Embracing the opinion of everyone. It means, one group should admit the effort of other groups as all are having the same objectives. Embracing includes the admission of the aspects as enshrined in the first universal declaration of human right 1948, appreciate new converts, look into safe guard of family, affirmation of the status of women, attention to be paid on youth and energetic one, provide innocent entertainment and sfae guarding of own homeland. 4. Prioritizing the goal. As each and every da'wah work has its own set of objectives, then they should focus on relevance, keeping view on priorities, have to go for gradual progress, going by stages, placing for future, keeping strategy for responding on attack on Islam, such as defaming the Prophet, his family members, on Islam and Islamic community as a whole. At all circumstance he is required to be active and pro-active. 5. Cooperation. It is meant key to success of da'wah as da'wah is collective responsibility (as per al Maidah, 5: 2). Muslim is always a group as they are to cooperate and express good will to each others. Success

of da'wah work requires to have a bond of responsibility, observance of team spirit and cooperation requires and applicable to both individual and collective level. 6. Transparency and accountability. It requires expression of shahÉdah as Islam begins with shahadah with the testimony that that there is no god but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah. Bearing of this testimony itself is a sense of transparency and accountability. Exposure of accountability is to follow frankness, constructive self-criticism, transparency, constant examination, reformation and rectification. 7. Institutional work. Da'wah al Islamiah is a monumental task that cannot be done individually without official or institutional support. By official support the author means *da'wah* by the government in power, if not by individual with institutional support. Again collectivity must be supported and guide by *Qur'an* and sunnah. Da'wah, to him to be started from where others left off – means with group of experts in this field. It requires establishment of Islamic research and da'wah institutes where these are not available. A da'wah worker should respect to those who have specialization in this field and keep relationship with Islamic organization to have constant consultation (*mushawwarah*), so as to encourage critical thinking and innovative ideas and to respect the opinion of others that may or may not correspond with their own ideas. Façade and figureheads are to be avoided in the course of da'wah. It is to have relief from dictatorship and mean mindedness in the leadership. However, peaceful changing of the guards – means leaders are to be observed in case of necessity so that change could occur in a systematic, satisfactorily, loving and orderly manner. Finally he suggested that the financial matter to be ensured, because, dependence on constant donation would not constitute a guaranteed and stable source of income. Normally setting up of endowment fund could solve this problem. In the end the author expressed his desire and wishes on *da'wah* workers, among others, that there is no force on the face of earth with as much potential as the force that you, (Islamic da'wah workers), have that can possibly save the humanity- as the objective of da'wah work is the service of Allah, His religion and creation.

Observation

As a matter of fact, the author made a valuable contribution as regards a guide for da'wah al Islamiah. This book is to be a good addition to some other books on this regards as provided by other respected one. It would be an excellent guide for making da'wah meaningful, excellent and acceptable. However, he has done based on his long term experience of da'wah in the non Muslim society, therefore, his providing of method reflects the matching of those western society. My humble feeling is that the

title of the book should have been with more clear terms than the existing one. As both ethics and engagement have different connotation. Moreover, he did not clarify the obvious meaning of them though it has reflected in the discussion. Sever places he wrote Islam is a universal religion, instead he should write Islam the universal religion the complete code of life. There was no such mentioning of chapter rather he used A. B and C in place of part or chapter that made it somehow less academic. Titles of A. B and C have less matching with subtitles too. Moreover, his biography did not show his place of origin but date of having Ph.D has shown that by now he is an honorable senior citizen in his country of work. The other shortcoming is that, it did not mention the name of the publisher. However, these do not make the work less acceptable.

Concluding remarks

I have the pleasure to admit that reviewing of the book has provided me an excellent experience as well as resourceful knowledge. Though the write-up is based on American experiences and American language style yet it provides immense pleasure for me, and I hope the same pleasure will be provided to the readers as well as subscribers. It is opined that sooner or later the westerns would be enlightened by Islam first than the easterners. Therefore, this book shall provide as herald for the da'wah workers there as well as other parts of the world. To provide guide of da'wah by one who is an engineer by profession is not a matter of jokes, but Eng. Hisahm Al Talib made it possible prudently and successfully. His earnest desire of seeing the da'wah or preaching of Islam as a success has been reflected in each and every phrase of his writing. He has successfully performed the duty of a certified 'alim - the Islamic scholar instead. I believe that this book would play a vital guide, enthusiasm to the *da'wah* worker. We pray to Allah Ta'ala for His blessing and mercy for the author and wish for his long life to put his own method into a success. Equally we pray for the wide circulation of this book.

Five Pillars of Prosperity: Essential of Faith-based Wealth Building, By M. Yaqub Mirza, White Cloud Press, Ashland, Oregon, USA, Pp. 145, ISBN: 978-1-935952-88-6.

Reviewed by: Dr. Meer Monjur Mahmood, Adjunct Faculty, Center of General Education Department, Manarat International University, Gulshan, Dhaka, E-mail: monjur.nubd@gmail.com

M. Yaqub Mirza is the most prominent real life thinker and writer of Muslim Ummah. He is doing that very much effectively through his significant contribution *Five Pillars of Prosperity: Essential of Faith-Based Wealth Building.* He finds out five pillars for the prosperity of financial life, i.e. Earning, Saving, Investing, Spending, Giving and Building Strategies.

The book is written with an introduction, six Pillars (chapters), afterword, resources, documentary notes, meaningful glossary and a bibliography. The writer tries with his outstanding approach with a simple and logical synthesis of the two trends and holds a balanced position between them. He talks about, in the first Pillar (chapter), on earning. He has discussed plainly the means of livelihood and sustenance on earth, the social function of wealth, earning money, employment, entrepreneurship, question for aspiring entrepreneurs, eight qualities of success, and income management. In the second chapter, he discusses on saving. He also discusses, in the same chapter, on the way of living debt free life, developing a plan and specific suggestions for saving. In chapter three, he discusses on investing. He presents a set up on investment strategy, a consistent approach, an approach of faith based investments, modes of Islamic financing. He added a note about insurance, Islamic banking in North America and University Bank. In chapter four, he talks on spending policy. He chalked out a money spending plan both in individual and family life. It is remarkable that his planning is a nice combination of faith and demand of earthly life. In chapter five, he specifies the thoughts on giving in accordance with Islamic *Shar'iah* law, like, understanding Zakah and its limit of exemption, calculation, etc. In addition to that he also included important modern issues i.e. cash and cash equivalents, risk investment-shares and mutual funds, retirement accounts, life insurance policies and annuities, etc. In chapter six, he explains key strategies of wealth building. He indicates how you can grow your assets, wealth preservation strategies, inheritance laws and common questions, revocable living and irrevocable trusts, etc.

The author summarized and claimed about the five-step of financial programs according to Islamic financial principles—a person's first financial duty, necessity to save and to invest, and ways to help the larger community, as per the Islamic doctrines and practices of Zakah and Sadaqah.

He also discusses, in his book, work ethics, the virtues of hard work, being persistent to achieve results, helping the needy and supporting social services that are in keeping with one's faith. He says, Islamic financial principles are based on *Shar'iah* law. Islam, perhaps more than any other major religion of the world, sees finance as

integral with faith. In this regard, for centuries, Muslims all over the world have directed business enterprises, financed ambitious and innovative projects; traded across deserts, oceans, and continents; and provided for their families in ways consistent with Islamic principles. He says, Islamic *Shar'iah* law is clear on certain key financial principles, including avoiding debt; neither earning nor paying interest; and the ethical use of wealth for supporting first oneself and one's family, then the larger community.

The approach in this book is faith-based, but one does not need to be Muslim to utilize this book and benefit from it. At his introductory note, author stated the way of use of this book. So, I think that this book is of utmost importance not only for Muslim society, but for all. I believe that it will be treated as a handbook of faith-based prosperity of individual and collective lives.

I would like to come to an end in my write up by the comment of Imam Mohammad Maged, President, Islamic Society of North America, which is quoted at first in this book- "*Five Pillars of Prosperity* is an excellent resource for people of all faiths". I strongly believe this book will be life changing for all readers, as it will help them to understand the basics of finance, Islamic finance, and financial responsibility, leading to a more fulfilling and prosperous life spiritually and financially." I desire wider circulation of this book.

Muhammad: The Messenger of Allah, By Abdurrahman al-Sheha, Riyadh: Conveying Islamic Message Society, 2006, Pp. 108.

Reviewer: Dr. Md. Shayeed Hossain, Lecturer, Department of Islamic History and Civilization, Asian University of Bangladesh, E-mail: shayeedihc@gmail.com

Muhammad the Messenger of Allah (SAAS) written by Abdurrahman al-Sheha, is a knowledgeable publication on the Prophet Muhammad (SAAS). In this regard, if I tell about the author that, has the author any ground of writing about such topic? As far I know about the author, he has a strong background of writing about Prophet Muhammad (SAAS). And so, First of all, I must congratulate the writer for choosing the very exceptional subject and display before us some new information about the Prophet (SAAS). This is because, as Muslims we must know about Prophet (SAAS). Without knowing Prophet (SAAS) it is not possible for a man to know about the way of Islam. Moreover, the distinguish author has selected such a person as a matter of

discussion that the almighty Allah has chosen him as the last as well as final messenger of Him (Allah). Before Muhammad (SAAS) many messenger have been sent but their activities were limited to particular period of time, particular part of the world and for the particular tribes but Muhammad (SAAS) has sent not any particular tribes, particular time, and era but for the whole of humanity. Rather, Muhammad (SAAS) was a mercy sent by Allah to all peoples regardless of race or faith. In this regard, Allah mentioned in the *Qur'an* "we have sent you not but as a mercy for the whole of mankind" *(Qur'an, 21: 107).*

This book talks about Muhammad (SAAS), and his beautiful manners. It also brings to light statements for contemporary figures in Western society, who spoke favorably of Prophet Muhammad (SAAS). However, the book Muhammad the Messenger of Allah (SAAS) is an educated publication on not only for the history but for all the time being as well as for the all of humanity. It is really an inspiring experience to come across such a publication on such an important subject relating to the welfare of our human being. It is massive work and it is really embarrassing with my little conception to comment on the book particularly at this time when most of us try to remain ignorant about Muhammad (SAAS).

However, the life of Muhammad (SAAS) is full of countless examples that show his status as a role model for Muslim societies and individuals. The rich and the prosperous, the poor and the needy, the ruler and the ruled, the weak and the lonely, the conqueror and the victorious commander, the teacher and the student, the preacher and the adviser, the merchant and the craftsman, the superior and the employee, every sort of person can find truths in Prophet Muhammad's (SAAS) life that constitute an example for them to follow.

The book, *Muhammad: the Messenger of Allah* comprises nineteen points. The components consist of Terminology used in this book. Here, the writer discusses about Rubb, Deen and Sal'lal' laahu a' laihi wa sal'lam. Next, introduction part, here he discusses briefly but appropriately about who was Muhammad? (SAAS) and how he was? What were his characteristics mannerism and ethics? Who is the messenger? In the section of his lineage, Place of birth and childhood, the author describe shortly about the Prophet's ancestry as well as his family background. Later, the description of Prophet's (SAAS) place of birth and his childhood were pointed out briefly in a well manner. We know that, Muhammad (SAAS) characteristics was pure and stainless and he was a shining example to all the people in the world. His house, dress and food were characteristics by a rare simplicity. In this context, the writer discussed

some of Prophet's manners and characteristics in brief. The manners and characteristics are, sound intellect, doing things for the sake of Allah, sincerity, good moral, ethics and companionship, politeness and good manners, love for reformation and reconciliation, ordering with the good and forbidding evil, love for purification, safeguarding and minding one's language, excelling in acts of worship, forbearance and kindness, good appearance, asceticism in worldly affairs, altruism, strong faith and dependence on Allah, kindness and compassion, simplification and ease, fearing Allah, expending generously, cooperation, truthfulness, aggrandizing the limits and boundaries on Allah, pleasant facial expression, honesty and loyalty, bravery and courage, generosity and hospitality, bashfulness and modesty, mercy and compassion, perseverance and forgiveness, patience, justice and fairness, fearing Allah and being mindful of him, satisfaction and richness of the heart and hopping for goodness even for his enemies.

In the point of statements of justice and equity, the author has provided eight examples which clearly as well as strictly justified that the proclamations that has been confirmed by Muhammad (SAAS) surely as well as truly came from Allah.

Later, it has been discussed about the wives of Prophet (SAAS) and the reasons behind the marriages of Prophet Muhammad (SAAS). The reason for marriage will become clear if we study about the historical circumstances when Prophet was 25 years old he married for the first time. His first wife was khadijah (May Allah be pleased on her), fifteen years older than him and stayed with her the nest 25 years till her death. If Prophet was physical he did not have to wait until he was more than fifty years. We know that he Muhammad (SAAS) lived in a society in which it was quite acceptable to have many wives but the Muhammad (SAAS) remain with only one wife for 25 years and it's prove that he did not marry other wives for sexual pleasure rather he did marry with the view to help the women, with the view to connect the devoted follower like Abu Bakr (May Allah be pleased with him). Some reasons with the view to build up bridge with the others tribes. In this regard, the writer has competent enough and quite doing well to mention here about the reason of Prophet's marriages. The writer clearly pointed out that firstly, the Prophet (SAAS) married those women for religious and legislative purpose. Secondly, the Prophet (SAAS) married for political reason and for the sake of *Da'wah* and to invite people to Islam and to gain the favor of the Arab tribes. And thirdly, the Prophet (SAAS) married for social reasons.

After then, the writer has provided some proofs which support the Prophethood of Muhammad (SAAS). Here he provided proof from the holy *Qur'an* and sunnah, proof from previous scriptures, proof from Gospel and finally from intellectual proof.

At the end of this text, the author attached a glossary.

Nonetheless, in the book *Muhammad: the Messenger of Allah*, the author did not discuss about some importants events of Prophet. Such as, Hijrat, Madina charter, treaty of Hudaibiyah, several battles, relations with the non Muslim civilian, conquest of Mecca and his farewell address.

Nevertheless, the book *Muhammad: the Messenger of Allah* is a unique one. Here, the author actually wanted to mention who is the messenger of Allah? His life, his meditation, his heroic reveling against the superstitions of his country and his boldness in defying the furies of idolatry, his firmness in enduring them for fifteen years in Mecca, his flight, his incessant preaching, his faith in his success and his extraordinary security in misfortune, his forbearance in victory, his ambition which was entirely devoted to one idea and in no manner striving for an empire. His endless prayers, mystic conversation with God, his death and his triumph after death, all these attest not to an imposture but to a firm conviction which gave him the power to restore a belief and no man in the world is greater than Muhammad (SAAS) and no doubt that he is the messenger of Allah.

Last but not the least the overall assessment of this book in its lucidity of language and richness of materials prompts me to opine that it ranks high in the study of the subject with new approach and dimension. Readers, both scholars and learners will find the book equally informative and knowledgeable. The book will be worthy as a reference for the researcher. I recommend this book to all students of different departments particularly, Islamic History as well as all the people throughout the world to read this book. I hope it will be useful equally to all interested in the study of the history of Prophet Muhammad (SAAS). The scholarly approach of the author is highly appreciated.